ইউনিট ৩

বাংলাদেশের সমকালীন উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থা
[Higher Education in Bangladesh]

ভূমিকা

এই উপমহাদেশে আধুনিক কালের উচ্চ শিক্ষার সূচনা হয় উডের শিক্ষাপত্রের সুপারিশ অনুসারে ১৮৫৭ সালে কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গ প্রদেশ, আসাম, বিহার ও ব্রহ্ম প্রদেশের স্কুল ও কলেজের পাবলিক পরীক্ষা গ্রহণ ও ডিগ্রী প্রদানের মাধ্যমে তৎকালীন উচ্চ শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণ করত। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত এই ভুমিকা পালন করার পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতকোত্তর শিক্ষা কার্যক্রম প্রবর্তন করে। ইতোমধ্যে পূর্ববঙ্গের উচ্চ শিক্ষার চাহিদা পূরণের জন্য ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয় সম্পূর্ণ ভিন্ন মডেলে শিক্ষাদান ও গবেষণার জন্য (teaching and research) প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের ফলে পূর্ববঙ্গের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অনুমোদন, পরীক্ষা গ্রহণ ও ডিগ্রী দেওয়ার দায়িত্ব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর ন্যস্ত হয়। এরপর আরো কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজগুলো উচ্চ শিক্ষার কার্যক্রম পরিচালনা করত। তবে নব্বই এর দশকে এই দেশের উচ্চ শিক্ষায় এক নতুন অধ্যায় সূচিত হয়। প্রচলিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে শিক্ষাদান ও গবেষণা কাজে নিয়োজিত রাখার লক্ষ্যে অধিভুক্ত কলেজগুলোর দায়িত্ব অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে অর্পণ করা হয়। অধিকন্তু,যে সকল শিক্ষার্থী নিয়মিত উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে না তাদের উচ্চ শিক্ষার চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৯২) প্রতিষ্ঠিত হয়। এইচএসসি উত্তীর্ণ অনেক প্রার্থী পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যয়নের সুযোগ পায় না। উচ্চ শিক্ষার ক্রমবর্ধমান সামাজিক চাহিদা মিটানোর লক্ষ্যে ১৯৯২ সনের প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশের আওতায় এই কয়েক বছরের মধ্যে অনেকগুলো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শুরু হয়েছে। সম্প্রতি দেশে ১২টি সরকারি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশে আগের তুলনায় উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান উচ্চ শিক্ষার কার্যক্রম পরিচালনা করছে। শিক্ষার গুণগত মান অর্জনের জন্যও প্রতিষ্ঠানগুলো সচেতন। অনেক সমস্যার মাঝেও এই প্রতিষ্ঠানগুলো উচ্চ শিক্ষার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এই ইউনিটে নিচের তিনটি পাঠ উপস্থাপন করা হয়েছে:

পাঠ - ৩.১ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষার অবস্থা

পাঠ - ৩.২ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষার অবস্থা

পাঠ - ৩.৩ উচ্চ শিক্ষার সমস্যা ও বিচার্য বিষয়

পাঠ ৩.১ *পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষার অবস্থা*

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- ❑ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- ❑ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রয়োজনীয় তথ্য উপস্থাপনা ও বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- ❑ সারণি-২ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বিভিন্ন বিষয়ে ভর্তির চিত্র তুলে ধরতে পারবেন।

উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠান

বর্তমানে ১৩টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় দেশের উচ্চ শিক্ষার দায়িত্ব পালন করছে। এগুলোর মধ্যে পাঁচটি পেশাগত ও আটটি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়। সম্প্রতি ১২টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় পুরাতন ১২টি জেলার প্রতিটিতে একটি করে, স্থাপন করার জন্য প্রকল্প বাস্তবায়নের পথে রয়েছে। ইতোমধ্যে ছয়টির জন্য ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে এবং এদের অবকাঠামো গঠনের কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে এই ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হবে। অপর ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজও এগিয়ে যাচ্ছে।

একাডেমিক কার্যক্রম

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিভাগ, ইনিস্টিটিউট, অধিভুক্ত কলেজ ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজে উচ্চ শিক্ষার জন্য একাডেমিক কার্যক্রম আছে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজে স্নাতক পাশ কোর্স, কিছুসংখ্যক কলেজ স্নাতক অনার্স ও মাস্টার্স কার্যক্রম আছে। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স, মাস্টার্স, এমফিল, পিএইচডি প্রোগ্রাম আছে।

কিছু কাল পূর্ব পর্যন্ত অনার্স কোর্সের কার্যকাল ছিল তিন বছর, মাস্টার্স এক বছরের, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতক ডিগ্রীর সময়কাল চার বছর। উন্নত শিক্ষাব্যবস্থার উচ্চ শিক্ষার সাথে মিল রেখে গত কয়েক বছরে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স ডিগ্রীর কার্যকাল চার বছরের এবং মাস্টার্স ডিগ্রী এক বছরের করা হয়েছে। পেশাগত কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ও বাংলাদেশ টেকনলজি ইনিস্টিটিউটগুলোতে স্নাতক ডিগ্রী চার থেকে পাঁচ বছর মেয়াদের।

ভর্তি

এইচএসসি উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা বিশেষ কলেজ ইনিস্টিটিউট ও বিশ্ববিদ্যালয়ে গৃহীত ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে মেধা তালিকার ক্রম অনুসারে বিভিন্ন কোর্সে ভর্তি হয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি

উল্লেখ্য, জাতীয় শিক্ষানীতি (২০০০ সাল) সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে চার বছরের সমন্বিত অনার্স ডিগ্রী কোর্স ও এক বছরের মাস্টার্স কোর্স পড়ানোর নীতি গ্রহণ করেছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে যে সব ডিগ্রী কলেজ তিন বছর মেয়াদী ডিগ্রী স্নাতক কোর্স পরিচালনা করছে তারাও নতুন শিক্ষানীতি অনুসারে যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণ করে পর্যায়ক্রমে চার বছরের অনার্স ডিগ্রী কোর্স চালু করবে। অধিকন্তু, বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সিমেস্টার ও গ্রেডিং পদ্ধতি প্রবর্তন করেছে।

শিক্ষার্থী শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট তথ্য

বর্তমানে ১৩টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এ দেশের উচ্চ শিক্ষা দান কাজে নিয়োজিত। মঞ্জুরী কমিশনের তথ্যে দেখা যায় যে, ২০০০ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ৬০টি অনুষদের ২৯০টি বিভাগে ৭২,৬০৮ জন শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত ছিল (সারণি-১ দ্রষ্টব্য)। মোট শিক্ষকের মধ্যে ৩৮৮৩ জন বর্তমানে কর্মরত আছেন। শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত ১ঃ১৫ঃ৪২ জন। এই অনুপাতের পার্থক্য ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বাধিক। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১১৫৬টি কলেজে উক্ত সালে শিক্ষার্থী সংখ্যা ছিল ৬৪৫০৯৫ জন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে যে শিক্ষক সংখ্যা দেখানো হয়েছে এরা সরকারি ও বেসরকারি কলেজের কর্মরত শিক্ষক। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছয়টি অনুষদে ২৩৫৭৫০ শিক্ষার্থী বিভিন্ন কোর্সে ভর্তি হয়েছিল।

বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও অন্যান্য বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির তথ্য থেকে দেখা যায় যে, ৪০.৫৯ শতাংশ শিক্ষার্থী এসব বিষয়ে ২০০০ শিক্ষাবর্ষে অধ্যয়নরত ছিল। অন্যান্য বিষয়ে (কলা, সাধারণ বিজ্ঞান, বাণিজ্য, সামাজিক বিজ্ঞান, আইন ইত্যাদি) শিক্ষার্থী সংখ্যা ছিল ৬০.৪ শতাংশ। সারণি-২ দ্রষ্টব্য।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ২০০০ সালে ছাত্রী সংখ্যা মোট শিক্ষার্থী সংখ্যার প্রায় ২৪ শতাংশ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে ছাত্রী সংখ্যা ১৯ শতাংশ এবং অন্যান্য বিষয়ে প্রায় ২৭ শতাংশ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে ছাত্র সংখ্যা ৮১ শতাংশ। তথ্য থেকে দেখা যায়। এসব বিষয়ে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে মেয়েরা পুরুষের তুলনায় অনেক পিছিয়ে আছে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত ১ঃ১৬.০১ এবং কর্মকর্তা-কর্মচারী বনাব শিক্ষার্থী অনুপাত ১ঃ৫.২৯। শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাতের তুলনায় কর্মচারী-শিক্ষার্থীর অনুপাত অসামঞ্জস্যপূর্ণ। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ আবাসিক তবে ৪৭.৭৭ শতাংশ শিক্ষার্থী আবাসিক সুবিধা ভোগ করে।

অর্থায়নের দিক দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ সরকারের উপর নির্ভরশীল। তবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের আদেশ/আইন অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বাধীনভাবে পরিচালিত হয়।

সারণি-১ : পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের তথ্য, ২০০০

ক্রমিক নং	বিশ্ববিদ্যালয়	ইনিস্টিটিউট/ কলেজ	অনুষদ	বিভাগ	শিক্ষার্থী	শিক্ষক			শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত
						বর্তমানে কর্মরত	অনুপস্থিত	মোট	
১	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	৮	১০	৪২	১৯৯৬৩	১১০৯	১৯১	১৩০০	১ঃ১৫.৩৬
২	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	৫	৭	৩৯	১২১৯৫	৬৫৩	১১৮	৭৭১	১ঃ১৫.৮২
৩	বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	১	৬	৪১	৫০১	৩৭০	৪৭	৪১৭	১ঃ১১.৯৯
৪	বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	৪	৫	১৬	৭২১৫	৩৪১	১৩২	৪৭৩	১ঃ১৫.২৫
৫	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	৩	৬	২৮	১০৯৬৭	৪৩২	৮৬	৫১৮	১ঃ২১.১৭
৬	জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়	২	৩	২৪	৫৪৫০	২৫৭	৮২	৩৩৯	১ঃ১৬.০৮
৭	ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়	_	৫	১৮	৬৩৩৮	২০৪	১৩	২১৭	১ঃ২৯.২১
৮	শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	_	৭	১৫	৩০৪৮	১৬৭	৯৯	২৬৬	১ঃ১১.৪৬
৯	খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়	_	৫	১৫	১৬৮৫	১২৩	৫২	১৭৫	১ঃ৯.৬৩
১০	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়	১৫	৫	৩১	৪৬৬	১৯৯	_	১৯৯	১ঃ২.৩৪
১১	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	_	১	১১	২৮০	২৮	৬	৩৪	১ঃ৮.২৪
	মোট	**৩৮**	**৬০**	**২৮০**	**৭২৬০৮**	**৩৮৮৩**	**৮২৬**	**৪৭০৯**	**১ঃ১৫.৪২**
১২	জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়	১১৫৬	৩	১০	৬৪৫০৯৫	৩০৮৬৪	_	৩০৮৬৪	_
১৩	বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়	_	৬	_	২৩৫৭৫০	৭০	১২	৮২	_
	মোট	**১১৫৬**	**৯**	**১০**	**৮৮০৮৪৫**	**৩০৯৩৪**	**১২**	**৩০৯৪৬**	**১ঃ২৮.৪৬**

উৎস : অধ্যাপক এ টি এম জহুরুল হক, A Scenario of Higher Education of Bangldesh থেকে উদ্বৃত।

সারণি-২ : বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষার্থী সংখ্যা, ২০০০
(১১টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য)

ক্রমিক নং	বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয় শিক্ষার্থী সংখ্যা				অন্যান্য বিষয় শিক্ষার্থী সংখ্যা				মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা				বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে শিক্ষার্থী সংখ্যা
		ছাত্র	ছাত্রী	মোট	ছাত্রীর হার %	ছাত্র	ছাত্রী	মোট	ছাত্রীর হার %	ছাত্র	ছাত্রী	মোট	ছাত্রীর হার %	
১	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	৩০২৪	১৩৩৩	৪৩৫৭	৩০.৫৯	১০৫৭৯	৫০২৭	১১৬০৬	৩২.২১	১৩৬০৩	৬৩৬০	১৯৯৬৩	৩১.৮৬	২১.৮৩
২	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	৩০৬৫	৭৮৫	৩৮৫০	২০.৩৮	৬৫৫৩	১৭৯২	৮৩৪৫	২০.৪৭	৯৬১৮	২৫৭৭	১২১৯৫	২১.১৩	৩১.৫৭
৩	বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	৪১৪৮	৮৫৩	৫০০১	১৭.০৫	–	–	–	–	৪১৪৮	৮৫৩	৫৫০১	১৭.০৬	১০০
৪	বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	৬২৭০	৯৪৫	৭২১৫	১৩.০৯	–	–	–	–	৬২৭০	৯৪৫	৭২১৫	১৩.০৯	১০০
৫	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়*	২০৯৫	৫০৩	২৫৯৮	১৯.৩৬	৬১১০	২২৫৯	৮৩৬৯	২৭.০০	৮২০৫	২৭৬২	১০৯৬৭	২৫.১৮	২৩.৬৯
৬	জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়*	১২৯৫	৭০৬	১৯৬৫	৩৫.৯৩	২২২৬	১২৫৯	৩৪৮৫	৩৬.১৩	৩৪৮৫	১৯৬৫	৫৪৫০	৩৬.০৫	৩৬.০৬
৭	ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়*	৪৯১	৫৭	৫৪৩	১০.৪০	৪৯১২	৮৭৮	৫৭৯০	১৫.১৬	৫৪০৩	৯৩৫	৬৩৩৮	১৪.৭৫	৫৮.০১
৮	শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	১৬২২	১৪৬	১৭৬৮	৮.২৬	৯৭০	৩১০	১২৮০	২৪.২২	২৫৯২	৪৫৬	৩০৪৮	১৪.৯৬	৫৮.০১
৯	খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়	১১৯৫	২৩২	১৪২৭	১৬.২৬	২১৫	৪৩	২৫৮	১৬.৬৭	১৪১০	২৭৫	১৬৮৫	১৬.৩২	৮৪.৬৯
১০	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়	৩৭১	৯৫	৪৬৬	২০.৩৯	–	–	–	–	৩৭১	৯৫	৪৬৬	২০.৩৯	১০০
১১	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	২৪৩	৩৭	২৮০	১৩.২১	–	–	–	–	২৪৩	৩৭	২৮০	১৩.২১	১০০
	মোট	**২৩৭৮৩**	**৫৬৯২**	**২৯৪৭৫**	**১৯.৩১**	**৩১৫৬৫**	**১১৫৬৮**	**৪৩১৩৩**	**২৬.৮২**	**৫৫৩৪৮**	**১৭২৬০**	**৭২৬০৮**	**২৩.৭৭**	**৪০.৫৯**

উৎস:
**১. বি.ম.ক. বার্ষিক প্রতিবেদন, ১৯৯৯*
২. অধ্যাপক এ টি এম জহুরুল হক, A Scenario of Higher Education of Bangldesh থেকে উদ্বৃত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৩.১

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ: আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. বাংলাদেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা কত?
   ক. ১৭টি খ. ১৩টি
   গ. ১২টি ঘ. ৩০টি

২. বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স কোর্সের কার্যকাল কত সময়ের?
   ক. চার বছরের খ. তিন বছরের
   গ. পাঁচ বছরের ঘ. উপরের সবকয়টি উত্তর শুদ্ধ

৩. **এমফিল ও পিএইচডি কোর্স কোন প্রকারের বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাজের অন্তর্ভুক্ত?**
   ক. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় খ. উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
   গ. পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ঘ. ক ও খ উত্তর শুদ্ধ

৪. পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে শিক্ষক শিক্ষার্থীর গড় অনুপাত কত?
   ক. ১ঃ১৫.২৫
   খ. ১ঃ১৫.৩৬
   গ. ১ঃ১৫.৮২
   ঘ. ১ঃ১৫.৪২

৫. **পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ২০০০ সালের তথ্য অনুসারে অধ্যয়নরত ছাত্রী সংখ্যা কত?**
   ক. ২৪ শতাংশ
   খ. ১৯ শতাংশ
   গ. ২৭ শতাংশ
   ঘ. ৩০ শতাংশ

৬. মেডিক্যাল কলেজসমূহ কোন ডিগ্রীর কার্যক্রম আছে?
   ক. পোস্ট গ্র্যাজুয়েট মেডিক্যাল ডিগ্রী
   খ. এম ফার্ম
   গ. এম ফিল
   ঘ. এম বি বি এস

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কি ধরনের শিক্ষা কার্যক্রম আছে - বর্ণনা করুন।

২. জাতীয় শিক্ষা নীতিতে (২০০০) উচ্চ শিক্ষার বিভিন্ন ডিগ্রীর কার্যকাল সম্পর্কে কি নীতি গ্রহণ করেছে উল্লেখ করুন।

ই) রচনামূলক প্রশ্ন

১. সারণি-২ থেকে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার্থী ভর্তির বিষয়ে তুলনামূলক আলোচনা করুন।

সঠিক উত্তর

অ) ১। খ ২। ক ৩। গ ৪। ঘ ৫। ক ৬। ঘ।

পাঠ ৩.২ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষার অবস্থা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- ❑ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- ❑ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসার ও অগ্রগতির তথ্য বলতে পারবেন;
- ❑ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের গুণগতমানের তুলনা করতে পারবেন এবং
- ❑ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের সীমাবদ্ধতা উল্লেখ করতে পারবেন।

পটভূমি

বাংলাদেশে স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পায়। বিগত দুই দশকে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার অনেক প্রসার হয়েছে। প্রতি বছরই কয়েক লক্ষ ছেলে মেয়ে এইচ এস সি উত্তীর্ণ হচ্ছে। তাদের মধ্যে শতকরা ১০ থেকে ১২ ভাগ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে। অধিকাংশ প্রার্থী সরকারি ও বেসরকারি ডিগ্রী কলেজে ভর্তি হয়। কিছুসংখ্যক ভারত ও অন্যান্য দেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য যায়। উচ্চ শিক্ষার চাহিদা ক্রমাগতই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই চাহিদা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমিত সুযোগে কিছুতেই পূরণ করা সম্ভব নয়। অধিকন্তু, ছাত্র আন্দোলন, রাজনীতি, ক্যাম্পাসে সহিংসতা, অনির্দিষ্টকালের জন্য মাঝে মাঝে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যাওয়া, ফলে সেশন জম প্রভৃতি কারণ এদেশে বেসরকারি পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। দেশের কতিপয় জনকল্যাণকামী ব্যক্তি, ব্যক্তি-গোষ্ঠী, দাতব্য ট্রাস্ট ও প্রতিষ্ঠান দেশে উচ্চ শিক্ষার চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে এগিয়ে আসেন। সরকার ১৯৯২ সালের আগস্ট মাসে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রণয়ন করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বা প্রতিষ্ঠানগুলোকে বেসরকারি উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার জন্য আইনগত অধিকার প্রদান করে। আইনের প্রস্তাবনায় বেসরসারি উদ্যোগে বিশ্বদ্যিালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার উদ্দেশ্য উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে: দেশে উচ্চ শিক্ষার ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ ও ব্যাপক সম্প্রসারণ, সর্বসাধারণের জন্য উচ্চ শিক্ষা সুলভকরণ এবং উহার মাধ্যমে দক্ষ জনগোষ্ঠী সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বেসরকারি পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকরণ অত্যাবশ্যক।

আইন প্রণয়নের পর থেকে ২০০০ সন পর্যন্ত ১৭টি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এদের মধ্যে ১২টি ঢাকায় অবস্থিত। এই বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ইনিস্টিটিউট, অনুষদ, বিভাগ ছাত্র শিক্ষক সম্পর্কিত তথ্য ৩ নং সারণিতে দেখানো হয়েছে।

সারণি ৩ : বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গ, শিক্ষার্থী ও শিক্ষক সংখ্যা

ক্র. নং	বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ	ইনিস্টিটিউট	অনুষদ	বিভাগ	শিক্ষার্থী	শিক্ষক		
						পূর্ণকালীন	খ-কালীন	মোট
১.	নর্থ-সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	–	৩	৭	১৯৫০	৪১	১৬৬	২০৭
২.	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম	২	৪	২৭	১১১৪	১৩৬	৬৮	২০৪
৩.	বাংলাদেশ ইন্ডিপেনডেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	২	৪	১২	১৮১২	৬৩	২২	৮৫
৪.	সেন্টাল উইমেন বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	–	২	৪	১০২	১৩	১০	২৩
৫.	দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়	৪	৩	৬	১৫৪৫	৪১	৬১	১০২
৬.	ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস, এগ্রিকালচার ও টেকনলজি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	৮	৭	২৬	৪৯৯	৩০	১২৪	১৫৪
৭.	ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম	২	৩	১০	১৫২০	৬৯	৩০	৯৯
৮.	আহসানুল□াহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	১	৪	৭	১১০৯	৮০	৯৯	১৭৯
৯.	এম ইন্টারন্যাশনাল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	–	৩	৫	১৬৮১	৬৩	১২	৭৫
১০.	কুমিল□া বিশ্ববিদ্যালয়	–	২	৩	৩৪৪	১৬	৯	২৫
১১.	বাংলাদেশ এশিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	–	৫	৬	২৯৮৪*	৪৪	৮০	১২৪
১২.	ইস্ট-ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়	–	৪	৫	১২৯৭	৪১	১৪	৫৫
১৩.	এশিয়া প্যাসিফিক বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	–	৫	৫	৯৮১	৬১	৭৩	১৩৪
১৪.	কুইন্স বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	–	৪	৪	৭০৪	৩৯	৫১	৯০
১৫.	গণ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	১	২	১১	৩১৭	২৯	১৮	৪৭
১৬.	পিপলস বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	–	৪	১২	৫২২	৬	৮৭	৯৩
১৭.	ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল বিশ্ববিদ্যালয়	–	৪	৮	৫৬২	৪৩	৭৫	১১৮
	মোট	**২০**	**৬৩**	**১৫৮**	**১৯০৪৩**	**৮১৫**	**৯৯৯**	**১৮১৪**
	*** দূরশিক্ষণের মাধ্যমে ২০০৬ জন অধ্যয়নরত**							

উৎস: বিমক, বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০০০ প্রকাশিতব্য।

উদ্বৃত: Professor ATM Zahurul Haq, A Scenario of Higher Education in Bangladesh, Table 8.

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বর্তমানে প্রায় ১৯০০০ শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত। তবে শিক্ষকদের মধ্যে শতকরা ৫৫ ভাগ খন্ডকালীন। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণই খন্ডকালীন শিক্ষকরূপে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করেন। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ১৭টিতে শিক্ষার্থী সংখ্যা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনেক কম। ২০০০ সনে ২৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৯১৬৫১ জন শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত ছিল। এর মধ্যে শতকরা ২০.৮ ভাগ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ছাত্র সংখ্যা হিসাবে আকার খুব ছোট, কয়েকশত থেকে দুই হাজারের মধ্যে বিস্তৃত। এসকল বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট শিক্ষার্থীর মধ্যে এক পঞ্চমাংশ ছাত্রী।

শিক্ষা কার্যক্রমে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আমেরিকান মডেল অনুসরণ করে; চার বছরের স্নাতক কোর্স এবং দু'বছরের মাস্টার্স কোর্স; কোর্স পরিচালনায় ক্রেডিট ও সিমেস্টার ব্যবস্থা অনুসরণ করা হয়। শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয় নির্বাহ করা হয়।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো একাডেমিক কার্যক্রম অপেক্ষাকৃত সীমিত। শ্রম বাজারের চাহিদার সাথে মিলিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে বি বি এ, এম বি এ, কম্পিউটার সায়েন্স ও অর্থনীতি পড়ানো হয়। অল্পসংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি, ইঞ্জিনিয়ারিং, সামাজিক বিজ্ঞান, আইন, দর্শন ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স আছে।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম ১৯৯২ সনে আরম্ভ হয়। ১৯৯৬ সনে ১৫৯ জন স্নাতক ও ৫৪ জন স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করে। ইতোমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষার্থী সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ১৯৯১ বর্ষে ডিগ্রী প্রাপ্ত শিক্ষার্থী সংখ্যা ৪০৫ এ উন্নীত হয়; এর মধ্যে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করে ২১০ জন ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করে ১৯৫ জন।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য দক্ষ পেশাগত শ্রেণী তৈরি ও শিক্ষার গুণগত মান সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশ্য, মানসম্পন্ন শিক্ষার জন্য অনুরূপ ছাত্র শিক্ষক আবশ্যক।

সাধারণত বলা হয় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় যারা ভর্তি হতে পারে না তারাই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। একথা কিছুটা সত্য হলেও বর্তমানে মেধাবী ছাত্রছাত্রী এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হচ্ছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রম বাজারে চাহিদা আছে এ জাতীয় বিষয়ে সীমিত আসন। তাই আগ্রহী প্রার্থী যারা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পায়নি তারা ঐসব বিষয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। মেধা হিসাবে তারা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সমতুল্য।

বর্তমানে মেধাবী ছাত্রছাত্রীরাও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য আবেদন করে এবং ভর্তির জন্য এসব বিশ্ববিদ্যালয়েও চাপ কম নয়।

শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সমতুল্য। উত্তর আমেরিকার কতিপয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে কতিপয় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক সম্পর্ক আছে।

বিভিন্ন ব্যবসা ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান এবং ব্যাংক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েটগণ বিশেষ করে বি বি এ, এম বি এ ও কম্পিউটার সায়েন্স ডিগ্রী প্রাপ্তগণ ভাল চাকুরী পেয়েছে। চাকুরীর জগতে তাদের চাহিদা দেখা যাচ্ছে।

বিদেশী ব্যাংকগুলো নর্থ-সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়, ইন্ডিপেনডেন্ট বিশ্ববিদ্যালয় ও ইস্ট-ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটদের চাকুরীদানের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছে। প্রকৃতপক্ষে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার গুণগত মানের জন্যই গ্রাজুয়েটগণ শ্রমবাজারে প্রবেশ করতে পারছে। বিশ্বব্যাংকের মূল্যায়নে কতিপয় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের গুণগত মান স্বীকৃত হয়েছে। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য সচেষ্ট রয়েছে। উলে-খ্য, ছাত্রছাত্রীদের নিকট থেকে উচ্চ ফি আদায় করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের একাডেমিক কার্য পরিচালনা করছে। কাজেই এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মান সুনিশ্চিত না হলে প্রতিযোগিতায় এগুলো টিকে থাকতে পারবে না।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খন্ডকালীন শিক্ষক শিক্ষাদান করছেন। এরা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। এদের যোগ্যতা মোটামুটিভাবে প্রতিষ্ঠিত। তবে, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদানে নিয়োজিত থাকার ফলে তাদের যোগ্যতা ও দক্ষতা ক্ষুন্ন হওয়াই স্বাভাবিক। পুনরায় বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকুরী প্রতিযোগিতামূলক ও নিশ্চয়তা নেই বলে যোগ্য প্রার্থীগণ এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরী গ্রহণ করতে চায় না।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় বলা যায় না। সীমিত সুযোগে কয়েকটি বিষয়ে অল্প সংখ্যক ছাত্রছাত্রী নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পরিচালিত হয়। এদের নিজস্ব ক্যাম্পাস, ভবন, খেলার মাঠ, ছাত্র-শিক্ষক কর্মচারীদের আবাসিক ব্যবস্থা নেই। সহশিক্ষাক্রমিক কাজের সুযোগও কম। প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্থায়ী শিক্ষকেরও অভাব রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের প্রশাসন শিক্ষাদান কার্যক্রম, শিক্ষণ, ছাত্রশিক্ষক মূল্যায়ন নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাচ্ছে । নানা ক্রিয়া প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে

বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সুনির্দিষ্টরূপ লাভের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আরো সময় অতিবাহিত হলে উচ্চ শিক্ষা ও সমাজে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবদান বুঝা যাবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৩.২

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ: আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রধান লক্ষ্য কি?
   ক. দক্ষ জনগোষ্ঠী সৃষ্টি
   খ. উচ্চ শিক্ষার ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ
   গ. উচ্চ শিক্ষা সার্বজনীন করা
   ঘ. ক ও খ উত্তর শুদ্ধ

২. বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত মোট শিক্ষার্থীর কত অংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে?
   ক. প্রায় শতকরা ২০ ভাগ
   খ. প্রায় শতকরা ৩০ ভাগ
   গ. প্রায় শতকরা ১৫ ভাগ
   ঘ. প্রায় শতকরা ৩৫ ভাগ

৩. অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন কোন বিষয় অধ্যয়নের সুযোগ আছে?
   ক. বি বি এ, শিক্ষক শিক্ষণ, ইতিহাস
   খ. মেডিক্যাল সায়েন্স, ইংরেজি, বাংলা
   গ. বি বি এ, এম বি এ, কম্পিউটার সায়েন্স
   ঘ. প্রকৌশল, বি বি এ, অর্থনীতি

৪. বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে প্রযোজ্য উত্তর কোনটি নয়?
   ক. শ্রম বাজারের চাহিদা হিসাবে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন
   খ. ব্যবসা, বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংকে চাকুরী লাভের সুযোগ
   গ. বহির্বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে একাডেমিক সম্পর্ক আছে
   ঘ. ভর্তির জন্য কোন বাঁধা ধরা নিয়ম নেই

৫. বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান সমস্যা কি?
   ক. ক্যাম্পাস ও ভৌত সুবিধার অভাব
   খ. পূর্ণকালীন শিক্ষকের অভাব
   গ. পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষার্থীর অভাব
   ঘ. ক ও খ উত্তর শুদ্ধ

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কোন পরিবেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয় - বর্ণনা করুন।

২. কোন কোন ধরনের বিষয় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমে গুরুত্ব দেওয়া হয় উল্লেখ করুন।

৩. শ্রম বাজারে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েটদের চাহিদা কিরূপ - ব্যাখ্যা করুন।

ই) রচনামূলক প্রশ্ন

১. বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম পরিচালনার সীমাবদ্ধতা আলোচনা করুন।

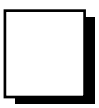

সঠিক উত্তর :

অ) ১। ঘ ২। ক ৩। গ ৪। ঘ ৫। ঘ।

পাঠ ৩.৩ উচ্চ শিক্ষার সমস্যা ও বিচার্য বিষয়

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি —

- ❑ উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রধান প্রধান সমস্যা চিহ্নিত করতে পারবেন;
- ❑ সমস্যাগুলো উল্লেখ করতে পারবেন এবং
- ❑ সমস্যা সমাধানের উপায় ও বিচার্য বিষয় সম্পর্কে নিজের মতামত ব্যক্ত করতে পারবেন।

বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো: বিশ্ববিদ্যালয় ও ডিগ্রী কলেজসমূহ নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। প্রধান কয়েকটি সমস্যা সম্পর্কে এই পাঠে আলোচনা করা হয়েছে।

মানের অবনয়ন

(১) উচ্চ শিক্ষার মান নিম্নগামী হচ্ছে; উচ্চ শিক্ষা থেকে শিক্ষার্থীরা কিছু অর্জন করতে পারছেনা; উচ্চ শিক্ষা দক্ষ জনগোষ্ঠী তৈরি করতে ব্যর্থ হচ্ছে- এসব অভিযোগ প্রায়শ শোনা যায়। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এসব সমালোচনার শিকার। তবে ঢালাওভাবে এ প্রকারের অভিমত ব্যক্ত করা বাঞ্ছনীয় নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের পরীক্ষার ফলাফলে দেখা যায় উত্তীর্ণের হার বেশ উঁচু। তবুও, বিভিন্ন চাকুরীতে সাক্ষাৎকার, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক কমনওয়েলথ বৃত্তির জন্য সাক্ষাৎকার থেকে প্রার্থীদের যে মূল্যায়ন হয় তা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার অবনয়ন সম্পর্কে ধারণা ও তার প্রমাণ পাওয়া যায়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ডিগ্রী কলেজের স্নাতক পাশ পরীক্ষার উত্তীর্ণের হার অনেক কম; ১৯৯৯ সনে এই পরীক্ষায় কৃতকার্যতার হার ছিল ৪৪.৩৯ শতাংশ। শিক্ষকদের উচ্চতর প্রশিক্ষণের অভাব, উন্নতমানের শিক্ষাদানের জন্য প্রয়োজনীয় বইপুস্তক, জার্নাল সুসজ্জিত গ্রন্থাগার ও গবেষণাগারের অভাবের ফলে শিক্ষাদান কাজ গতানুগতিক পদ্ধতিতে চলছে।

বিভিন্ন বিষয়ে ভর্তির অসামঞ্জস্য

(২) উচ্চ শিক্ষার প্রধান কাজ হলো জ্ঞান ও প্রযুক্তি আবিষ্কার করে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে সহায়তা করা। এর জন্য প্রয়োজন এসব বিষয়ে অধ্যয়নের সুযোগ সৃষ্টি করা। যোগ্য প্রার্থীরা যাতে উচ্চ শিক্ষায় প্রবেশ করতে পারে এবং উচ্চ শিক্ষার ফল ভোগ করতে পারে তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থার। তবে, বাস্তব চিত্র ভিন্নরূপ। বিভিন্ন বিষয়ে ভর্তির ধারা ও পরীক্ষার ফলাফল থেকে কিছুটা ভারসাম্যহীনতা দেখা যায়। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অপেক্ষা অন্যান্য সাধারণ বিষয়ে অধিকাংশ শিক্ষার্থী ভর্তি হয়। শতকরা ৮০ ভাগ শিক্ষার্থী সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অধ্যয়ন করে এবং অবশিষ্ট ২০ ভাগ পেশাগত বা বিশেষ বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি, প্রকৌশল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে অধ্যয়ন করে। কারিগরি ও প্রযুক্তি বিষয়ে বিগত কয়েক বছরে স্নাতক ডিগ্রী প্রাপ্ত গ্র্যাজুয়েটের হার শতকরা ২ ভাগ এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে এই হার শতকরা ১.৩ ভাগ। ডিগ্রী কলেজগুলোতে অধিকাংশ সংখ্যক শিক্ষার্থী সাধারণ বিষয় অধ্যয়ন করে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, অর্থনীতি ও শ্রমবাজারের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয়ে অধ্যয়ন করার সুযোগের অভাবে অধিকাংশ শিক্ষার্থী সাধারণ বিষয়ে অধ্যয়ন করছে। ফলে উচ্চ শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এদের মাঝেই নিম্মানের চাকুরী গ্রহণের প্রবণতা দেখা যায়।

সুযোগ সুবিধার বৈষম্য

(৩) নীতিগতভাবে উচ্চ শিক্ষার দ্বার সবার জন্য উন্মুক্ত। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সম্পূর্ণ ব্যয় সরকার বহন করে। কিন্তু ধনী ও অবস্থাপন্ন পরিবারের ছেলেমেয়েরাই উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ লাভ করে। কাজেই উচ্চ শিক্ষায় সরকারী ভর্তুকি এরাই ভোগ করে। দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েরা শিক্ষার নিম্নস্তর থেকেই ঝরে পড়ে। এসব পরিবারের সম্ভাবনাময় ছেলেমেয়েরা মেধার বিকাশ ও উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ থেকে প্রারম্ভেই বঞ্চিত হয়ে যায়।

আর্থিক ঘাটতি

(৪) আমাদের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অর্থনৈতিক ঘাটতির মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। রাজস্ব বাজেটের শতকরা ৯০ ভাগ ও উন্নয়ন বাজেটের ১০০ ভাগ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সরকার থেকে পায়। রাজস্ব বাজেটের প্রায় পূর্ণ অংশই শিক্ষক স্টাফ ও অন্যান্য প্রশাসনিক কাজে ব্যয় হয়; উন্নয়ন খাতের সব টাকা উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য ব্যয় হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ না পাওয়ার ফলে শিক্ষার কার্যক্রম গতানুগতিক ভাবে চলছে।

সেশন জাম

(৫) সেশন জামের ফলে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একাডেমিক বর্ষ বিলম্বিত হচ্ছে। একই বর্ষে বহু বৎসরের শিক্ষার্থী ভর্তি হচ্ছে। এর চাপ শিক্ষক, শ্রেণীকক্ষ, হলে আবাসিক ব্যবস্থা, শৃঙ্খলা সবকিছুর উপর পড়েছে। এর ফলে শিক্ষার পরিবেশ ও মান বিঘ্নিত হচ্ছে। শিক্ষার্থী, পিতামাতা অভিভাবকগণ এই প্রলম্বিত শিক্ষা জীবনের জন্য হতাশাগ্রস্ত হচ্ছে।

শিক্ষকদের উচ্চতর প্রশিক্ষণের সুযোগের অভাব

(৬) অর্থনৈতিক সংকটের কারণে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শিক্ষকদের বিদেশে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ, গবেষণা পরিচালনা, শিক্ষাদানের আধুনিক পদ্ধতি ও কৌশলের সাথে পরিচয় ও তা ব্যবহারের সুযোগ সুবিধা দিতে পারছেনা। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজের শিক্ষকবৃন্দ এসব সুযোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে আছে। যোগ্য ও সুদক্ষ শিক্ষক তৈরি ও প্রশিক্ষণের জন্য কলেজের শিক্ষকদের সুযোগ নাই বললেই চলে।

শিক্ষকদের একাধিক কাজে অংশগ্রহণ

(৭) বেশ কিছুকাল ধরে শিক্ষকদের মধ্যে অনেকে একাধিক কাজে নিয়োজিত থাকছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদানের দায়িত্বের সাথে অর্থকরী কাজে নিয়োজিত থাকার ফলে মূল দায়িত্বে প্রতি সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের অবহেলা দেখা দিয়েছে। এতে বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষার্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। একাডেমিক কার্যক্রমের মানের অবনয়ন হচ্ছে।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা

(৮) বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কিছু সমস্যা এদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করছে। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে দক্ষ ও প্রবীণ শিক্ষকের অভাব রয়েছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে খন্ডকালীন শিক্ষক নিয়োগ করে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে।

অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব জমি ও ভবন নেই। ভৌত সুবিধাদির অভাবে এসব প্রতিষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের মান অনুরূপ ক্যাম্পাস গড়ে উঠেনি। তাছাড়া এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে উন্নত ও সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার, কম্পিউটার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণের অভাব রয়েছে।

সমস্যা সমাধানের উপায়

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে উচ্চ শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে যথার্থ ভূমিকা পালন করতে হলে উল্লিখিত সমস্যাগুলো সমাধান করা আবশ্যক। এসব সমস্যা সমাধানে সরকার, স্বয়ং বিশ্ববিদ্যালয় ও বৃহত্তর সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। সমস্যা সমাধানের বিবেচ্য বিষয় হিসাবে নিচে কিছু সুপারিশ করা হলো:

১. সরকারি অর্থায়নের সাথে সাথে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে নিজস্ব অর্থের উৎস সৃষ্টি করতে হবে। দানশীল ব্যক্তি, শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে কোন নতুন বিষয় খোলা, গবেষণাগার উন্নত করা ও গবেষণা পরিচালনার জন্য দান গ্রহণ করা যেতে পারে।

২. উচ্চ শিক্ষার অপচয় রোধের লক্ষ্যে শিক্ষার কোন কোন ক্ষেত্রে বা বিষয়ে কত দক্ষ জনশক্তির চাহিদা রয়েছে সে সম্পর্কে পরিকল্পনা (manpower planning) করে জাতীয় স্বার্থে এই উপখাতে বিনিয়োগের জন্য উদ্যোগ নিতে হবে।

৩. আন্তর্জাতিক মন্ডলে নতুন জ্ঞান, প্রযুক্তির সাথে পরিচিতি শিক্ষাদান পদ্ধতি ও গবেষণাগার ব্যবহার ও তৈরি এসব ক্ষেত্রে পেশাগত মান উন্নয়নের জন্য শিক্ষকদের উন্নত দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে বা উচ্চতর প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নের সুযোগ সৃষ্টি করাতে হবে। ডিগ্রী কলেজের শিক্ষকগণ যেন উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ লাভ করতে পারে সে বিষয়ে লক্ষ রাখতে হবে।

৪. বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের গবেষণাগার সমৃদ্ধ করা। গ্রন্থাগারের জন্য সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থ, জার্নাল সংগ্রহ করা। গ্রন্থাগার সার্ভিস উন্নত ও আধুনিক করার জন্য ইন্টারনেট ও কম্পিউটার প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৫. বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশনজাম দূর করার জন্য একাধিক সিফটে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সেশনজাম সৃষ্টি হওয়ার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, জাতীয় নেতৃবর্গ ছাত্রসমাজ ও সমাজের প্রভাবশালী গোষ্ঠীকে সমবেতভাবে উদ্যোগ নিতে হবে।

৬. বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে নিজেদের ভবন তৈরি, ক্যাম্পাস গঠন, পূর্ণকালীন ও যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ, গ্রন্থাগার সমৃদ্ধ করা, কম্পিউটার ও ইন্টারনেট সার্ভিস ইত্যাদির ব্যবস্থা করে উচ্চ শিক্ষার প্রসার ও মানব উন্নয়নের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৩.৩

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ: আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. উচ্চ শিক্ষার মানের অবনয়ন কিভাবে বুঝা যায়?
   ক. চাকুরীতে সাক্ষাৎকার
   খ. বৃত্তির জন্য সাক্ষাৎকার
   গ. পরীক্ষার ফলাফল
   ঘ. সবকয়টি উত্তর শুদ্ধ

২. বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে মোট শিক্ষার্থীর কত অংশ বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও অন্যান্য পেশাগত বিষয়ে ভর্তি হয়?
   ক. শতকরা ২০ ভাগ
   খ. শতকরা ৪০ ভাগ
   গ. শতকরা ২৫ ভাগ
   ঘ. শতকরা ১৫ ভাগ

৩. উচ্চ শিক্ষায় সরকারি ভর্তুকির সুযোগ গ্রহণ থেকে করা বঞ্চিত হয়?
   ক. মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানেরা
   খ. মহিলারা
   গ. দরিদ্র পরিবারের সন্তানেরা
   ঘ. ধনী পরিবারের সন্তানেরা

৪. বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পরিচালনার সমস্যা কি?
   ক. পূর্ণকালীন শিক্ষার অভাব
   খ. নিজস্ব ভবনের অভাব
   গ. সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারের অভাব
   ঘ. উপরের সবকয়টি উত্তর শুদ্ধ

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. উচ্চ শিক্ষা স্তরে বিভিন্ন বিষয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে কি ধরনের অসামঞ্জস্যতা দেখা যায় - বর্ণনা করুন।

২. উচ্চ শিক্ষার সুযোগ গ্রহণে কি বৈষম্য দেখা যায় - উল্লেখ করুন।

ই) রচনামূলক প্রশ্ন

১. পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪টি প্রধান সমস্যা ও তার সমাধানের উপায় ও বিচার্য বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করুন।

সঠিক উত্তর :

অ) ১। ঘ ২। গ ৩। খ ৪। ঘ ৫। খ।